ইনকিলাব

তারিখ 12 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তি নিয়ে রাজপথে নামছে ছাত্রদল

সক্রিয় হচ্ছেন অভিমানী বঞ্চিত ও ত্যাগী নেতাকর্মীরা

□ ফারুক হোসাইন

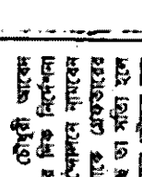

সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তি নিয়ে মাঠে নামছে বিএনপি'র ভ্যানগার্ড জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। সরকারের চরম দমন ও নিপীড়ন এবং দেশ ও দলের দুঃসময়ে আবারও সক্রিয় হচ্ছেন ছাত্রদলের অভিমানী, বঞ্চিত ও ত্যাগী নেতাকর্মীরা। সঙ্কটকালীন এই মুহূর্তে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যে কোন দিক নির্দেশনা পালন করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তারা। তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা হয়েছে উল্লেখ করে সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার দিক নির্দেশনা পেলেই সরকার পতনের আন্দোলনে নামবেন তারা। সরকার বেগম জিয়াকে গ্রেফতারের নামে যে ধোয়াশা সৃষ্টি করেছে তা সত্যি হলে ছাত্রদলের নেতৃত্বে সরকার পতন ঘটানো হবে বলেও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন ছাত্রদলের এই নেতা। তিনি বলেন, ছাত্রদল সাংগঠনিকভাবে পরিপূর্ণ একটি সংগঠন। বিএনপি'র ওপর যতই নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসুক, ছাত্রদল অতীতের মতো আবারও বেগম জিয়ার নেতৃত্বে রাজপথে

পৃঃ ১২ কঃ ৬

রাজপথে নামছে ছাত্রদল

প্রথম পৃষ্ঠার পর -

থাকবে। সরকারের বিভিন্ন কেলেঙ্কারী-দুর্নীতি, গুম, নির্যাতন-নিপীড়ন ও গুম-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিএনপি'সহ এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের শীর্ষ নেতারা গ্রেফতার হয়েছেন। সরকার একে একে সব শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করেছে। বিএনপি'র রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম একটি সঙ্কটকালীন মুহূর্তে পড়তে যাচ্ছে দলটি। এছাড়া ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, সরকার বিরোধী ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন সংগ্রামে সারাদেশে ইতোমধ্যে কেবল ছাত্রদলের ১০ হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া বিএনপি'র চেয়ারপার্সনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরাও গ্রেফতার হুমকীতে আছেন। যে কোন মুহূর্তেই গ্রেফতার করা হতে পারেন এমন সংবাদ এখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তবে দলের ও দেশের এই সঙ্কটকালীন সময়ে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠছেন ছাত্রদলের বিভিন্ন সময়ের অভিমানী, ত্যাগী ও বঞ্চিত নেতাকর্মীরা। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার হিসেব বিবেচনা না করে বরং দল ও দেশের জন্যই তারা আবারও মাঠে নামতে প্রস্তুত বলে মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন সময়ের ত্যাগী এসব নেতাকর্মী। বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার যে কোন দিক নির্দেশনা পালন করতে তারা সব বিভেদ ভুলে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন তারা। আর বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার কিংবা যে কোন ধরনের হয়রানি করার চিন্তা করলে সরকার নিজের জন্য ক্ষতি ডেকে আনবে বলেও উল্লেখ করেছেন বঞ্চিত নেতারা।

বিএনপিসহ এর অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ নেতারা গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই বেগম খালেদা জিয়ার গ্রেফতারের সংবাদ নিয়ে দেশব্যাপী গুজব ছড়াচ্ছে। আর সংকটকালীন সময়ে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে দেশের সকল জেলা কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের সাথে সভা করেছে। এসব জেলার নেতৃবৃন্দকে তাদের অধীনস্থ সকল ইউনিটের কমিটি পূর্ণাঙ্গ করতে সভায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া যে কোন সময় কেন্দ্রের যে কোন নির্দেশনা পালনের জন্য সকল জেলা ও ইউনিটকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে ছাত্রদলের অভিমানী, বঞ্চিত ও রাজপথের ত্যাগী নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। অনেকে ত্যাগী ও বঞ্চিত নেতা আবার দলের ও দেশের এই দুঃসময়ে নিজে থেকেই সবার সাথে যোগাযোগ করে সমন্বয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। নিজেদের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে না করে এখন তারা দেশ ও দলের কথাই চিন্তা করছেন। বঞ্চিত ও অভিমানী নেতারা মনে করেন, এই সঙ্কট কেবল নেতৃত্বে থাকা নেতাদের জন্য নয়। বরং এ সঙ্কট ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী সকল মানুষের জন্য। তাই কারো ওপরে রাগ কিংবা দুঃখ নিয়ে ঘরে বসে থাকার সময় এটি নয়। বরং এখন সময় এসেছে দেশে গণতন্ত্র সুরক্ষার আন্দোলনে অংশ নেয়ার। তারা বলেন, বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই একের পর এক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। হলমার্ক কেলেঙ্কারী, ডেসটিনি কেলেঙ্কারী, পদ্মা সেতু দুর্নীতি, কুইক রেন্টালে দুর্নীতিসহ সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি, হত্যা, খুন, গুমের স্বর্গে পরিণত করেছে বাংলাদেশকে। সরকারের ব্যর্থতার কারণে তারা এখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আর তাই তাদের এই ব্যর্থতা ঢাকতে তারা এখন বিরোধী দলের ওপর নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। সরকারের এই নির্যাতনের ফলেই ছাত্রদলে সকল নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে উল্লেখ করে তারা বলেন, ছাত্রদল এখন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে যাচ্ছে। ছাত্রদল সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদ হাবিবের নেতৃত্বে তারা সকল আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিতে প্রস্তুত আছেন বলেও উল্লেখ করেন।

ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ ইমরান বলেন, সরকার এখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তারা তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিরোধী দলের ওপর নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, নির্যাতন যত বেশি হবে, আন্দোলন ততই বেগবান হবে। দেশের জনগণ এখন অনেক সচেতন। তারা সঠিক সময়েই এর জবাব দেবে। ছাত্রদলের নেতৃত্বে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে অচিরেই বিজয় অর্জিত হবে। তিনি বলেন, সরকার ভেবেছে বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। এমন ভেবে থাকলে সরকার বোকার স্বর্গে বসবাস করছে। কারণ বিএনপি'র শত শত নেতাকর্মী এখন সরকার পতনের আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত আছে।

ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এম ওবায়দুল হক নাসির বলেন, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শহীদ হবার পর দীর্ঘ সাড়ে নয় বছর বিএনপি দুঃসময় পার করে এসেছে। আবার ১/১১ পরবর্তীতেও দলের জন্য দুঃসময় ছিলো। কিন্তু অতীতের সেই সময়ের চেয়ে বর্তমান ফ্যাসিস্ট এই মহাজোট সরকারের নির্যাতন ও বর্বরতার মাত্রা তীব্র। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে সারাদেশে বিএনপি'র একটি বিরাট ভীত রয়েছে। তার উপর নির্ভর করে দলের ত্যাগী নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা দুঃসময় মোকাবেলা করবো।

ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি (মহানগর উত্তর) কামাল আনোয়ার আহমেদ বলেন, সরকার ভেবেছে বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করলে বিএনপি নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়বে। এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কারণ বিএনপি এদেশের সবচেয়ে বৃহৎ ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। আর এই দলের ভ্যানগার্ড হচ্ছে ছাত্রদল। দেশের গণতন্ত্র যখনই সঙ্কটে পড়েছে তখনই ছাত্রদলের নেতৃত্বে গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয়েছে। আগামী দিনেও দেশের গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে ছাত্রদল মাঠে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করলে দল নেতৃত্ব শূন্য হবে না। কারণ এই দলে নেতার শূন্যতা দেখা দিলে যে কোন কর্মী ও নেতার দায়িত্ব পালন করে। যারবার এই পরীক্ষা কর্মীরা দিয়েছে, দিচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে আবার দেবে। রাত যতো বাড়ে সকাল ততো কাছে আসে- এমন চিরন্তন সত্যের মতো বহুমাত্রার নির্যাতনের পরও সরকারের পতন হবে বলে এই নেতার বিশ্বাস।

ছাত্রদলের সাবেক দপ্তর সম্পাদক বিল্লাল হোসেন তারেক বলেন, অতীত থেকে বলতে পারি সরকারের নির্যাতন-নিপীড়ন যতো বাড়ে বিরোধী দলের রাজনৈতিক শক্তি ও জনসমর্থন ততো বাড়ে। সংগঠনের এক নেতাকে গ্রেফতারের পর এই নেতার পরে একাধিক স্তরের নেতা দায়িত্ব পালন করছেন।

ছাত্রদলের সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মামুনুর রশীদ মামুন বলেন, দেশে এখন সার্বিকভাবে একটি সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী দল দমনের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। তবে আমরাও প্রস্তুত আছি। ১/১১ পরবর্তী সময়ে দলের সাথে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মূল স্রোতের সাথে ছিলাম। আগামীতেও বেগম জিয়ার নেতৃত্বে যে কোন আন্দোলনে মাঠে থাকবো। তিনি বলেন, আমরা নিজে কি পেলাম, কি হারালাম এখন আর সে হিসেব করার সময় নেই। বরং এখন সব কিছুর চেয়ে দল ও দেশ বড়।

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মহিদুল হাসান হিরু বলেন, সরকার গুম, হত্যা, নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধী দলের ওপর স্টীম রুলার চালাচ্ছে। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিচ্ছে। একের পর এক ব্যর্থতা ঢাকতে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে নিতেই সরকার বিরোধী দল দমনে নেমেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে নিয়ে সকল অন্যায় ও নির্যাতনের জবাব দিতে রাজপথে থাকবে এবং নেতৃত্ব দিবে। আর রাজপথের লড়াইয়ে অতীতের মতো আবারও ছাত্রদলের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের বিজয় অর্জিত হবে বলে মনে করেন ছাত্রদলের এই নেতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আকরাম হোসেন বলেন, অতীতে দল যখন সঙ্কটে পড়েছে সময়ের প্রয়োজনে সবাই দলের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এখনও যে সঙ্কট সৃষ্টি করা হচ্ছে তাতেও একই ধরনের ভূমিকা পালন করবে নেতাকর্মীরা। ১/১১-তে সংগঠনের প্রায় সকল নেতাই [illegible] ছিলো। কিন্তু নেতৃত্বের সঙ্কট পড়েনি। আগামীতেও ছাত্রদল তেমনই ধরনের ভূমিকা পালনে প্রস্তুত আছে।

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাখাওয়াত [illegible] বলেন, বিএনপি'র ওপর নির্যাতনের খড়্গ এই প্রথম নয়। এর আগে এরশাদ সরকার ও ১/১১ পরবর্তী সরকারের সময়ে বিএনপিকে নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। তবে সরকারকে বলতে চাই বিএনপি'র ছাত্রদল হলো নেতৃত্ব সৃষ্টির [illegible] এর যে কোন কর্মীই বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের পতন ঘটাতে প্রস্তুত আছে। [illegible] ৯০ কিংবা ১/১১ পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচারী সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে তার অবস্থান থেকে এতটুকুও সরাতে পারেনি। আর এজন্য তিনি আপসহীন নেত্রীর খেতাব অর্জন করেছেন। তখনও ছাত্রদল সামনে থেকে বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে রাজপথে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে আগামীতেও করবে।

৯০'র গণতান্ত্রিক আন্দোলন কিংবা ১/১১ পরবর্তী সঙ্কটকালীন সময়ে বিএনপি এর চেয়েও বেশি সঙ্কটে পড়েছিলো উল্লেখ করে ছাত্রদলের নেতারা বলেন, সরকার মনে করেছে বিএনপি'র নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করলেই বিএনপিকে দমন করা যাবে। কিন্তু সরকার এমন মনে করলে ভুল করবে। কারণ বিএনপি'র সাথে আছে এ দেশের জনগণ। অতীতের মতো আগামী দিনেও বিএনপি তাদের সাথে নিয়ে রাজপথে থেকে সরকার পতন ঘটিয়ে তারপর ঘরে ফিরবে।